সমকাল

তারিখ ..08. MAR..2016.. ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ... ......

রোববার সন্ধ্যায় ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের হাতে আগরতলা মামলার নথি তুলে দেন বিচারপতি ফরিদ আহমেদ ■ সমকাল

# আগরতলা মামলার নথিপত্র ঢাবিতে হস্তান্তর

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পরিচালিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র (প্রসিডিংস) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গত রোববার সন্ধ্যায় ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের হাতে ছয় খণ্ডের এ প্রসিডিংস তুলে দেন হাইকোর্টের বিচারপতি ফরিদ আহমেদ। শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকবে।

এ উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময়ে বিচারপতি ফরিদ আহমেদকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপাচার্য বলেন, আগরতলা মামলার এ প্রসিডিংসে বাংলাদেশের স্বাধিকার ও মুক্তি সংগ্রামের নেপথ্যের অনেক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে। এ মামলা বাঙালির ১৯৬৯-এর অগ্নিগর্ভ গণঅভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। বিচারপতি ফরিদ আহমেদ আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ প্রসিডিংসের মাধ্যমে আলোকিত হবে এবং জাতীয় অমীমাংসিত অনেক তথ্য এ থেকে অবহিত হতে পারবে।

১৯৬৮ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৩৫ জন সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মামলার ১ নম্বর আসামি করা হয়। চক্রান্তমূলক এ মামলার প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক গণবিক্ষোভের সূচনা ঘটে। যার পরিণতিতে পরের বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ সবাইকে মুক্তি দিয়ে মামলাটির সমাপ্তি টানতে বাধ্য হয় স্বৈরশাসক। গণআন্দোলনে পতন ঘটে আইয়ুবের। মুক্তির দিনে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয় ছাত্র-জনতা।